যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় দুর্নীতি

এ পরীক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবুন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার ঘটনা দুঃখজনক। জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরসহ (ডিপিই) সারা দেশের শিক্ষা অফিসে অন্তত ৩৫ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে, যার মধ্যে অনেক অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন পরীক্ষায় খাতায় নম্বর কম দেয়ার ৮ হাজার অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় এসব খাতা মূল্যায়ন শেষে নতুনভাবে ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি না পাওয়া, নম্বর যোগ করার ক্ষেত্রে (ডাটা এন্ট্রি) দুর্নীতি ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অর্থের বিনিময়ে উত্তরপত্রের গোপন কোড নম্বর ফাঁস করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু খাতায় দেয়া হয়েছে বেশি নম্বর। কিছু ক্ষেত্রে রফা না হওয়ায় খাতায় নম্বর কমিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আবার চাহিদামতো উৎকোচ না দেয়ায় শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে রেজাল্ট শিটে কম নম্বর উঠানোর ঘটনাও ঘটেছে। বস্তুত এক শ্রেণীর শিক্ষক ও অফিসার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। নিজের প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিংয়ের শিক্ষার্থী কিংবা প্রভাবশালীদের সন্তানকে ভালো ফল করানোর মানসিকতা থেকেই তারা এ ধরনের অনৈতিক কাজ করছেন। এ চক্রটি পরীক্ষার হলে উত্তর বলে দেয়া বা পরে উত্তরপত্রে নম্বর বাড়িয়ে দেয়া অথবা নম্বর যোগ করার সময় (ডাটা এন্ট্রি) কম-বেশি করার কাজে যুক্ত রয়েছে।

সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল কারসাজির প্রেক্ষাপটে এ পরীক্ষা বহাল রাখা ঠিক হবে কিনা— এমন প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল উৎসবমুখর পরিবেশে। ছোট ছেলেমেয়েরা একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার বিষয়কে উপলক্ষ করে এ উৎসবে শামিল হবে— এমনটিই কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমরা এ পরীক্ষাকে কোচিং বাণিজ্যের হাতিয়ারসহ দুর্নীতির অন্যতম উপকরণে পরিণত করেছি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জনভোগান্তির সবচেয়ে বড় জায়গা হল কোচিং। গবেষণায় দেখা গেছে, সমাপনী পরীক্ষার কারণে কোচিং-প্রাইভেট বেড়েছে কয়েক গুণ। কোচিংকে নেতিবাচকভাবে শ্যাডো এডুকেশন বলা হয়। এ শ্যাডো এডুকেশনের পাল্লায় পড়ে আমাদের মূলধারার শিক্ষা বিপর্যস্ত হচ্ছে। এটার লাগাম টেনে ধরা খুবই জরুরি। বর্তমানে দেশে এমন একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে, যেন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেটই একজন শিক্ষার্থীর জীবনের সবকিছু। আমাদের শিক্ষানীতি, যেটা সংসদে গৃহীত হয়েছে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে অষ্টম শ্রেণীর আগে পাবলিক পরীক্ষার বিধান নেই। তাহলে আমাদের এখানে ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা নেয়ার বিধান করা হয়েছে কোন যুক্তিতে? ৮ম শ্রেণী থেকে সমাপনী পরীক্ষার বিধান করা হলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে পরীক্ষার বোঝা যেমন কমবে, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরীক্ষা বাবদ সরকারের যে বিশাল একটা খরচের ব্যাপার আছে, সেটাও থাকবে না। এ টাকা তখন শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। কাজেই সবকিছু বিবেচনায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে সরকার নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবে— এটাই প্রত্যাশা।